নব্যপ্রস্তর যুগের বৈশিষ্ট্য

দুটি দিক দিয়ে নব্যপ্রস্তর যুগ ছিল তাৎপর্যপূর্ণ—কৃষিকাজের সূচনা ও পশুপালন। এই যুগ সম্পর্কে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাতাত্ত্বিক গর্ডন চাইল্ড তাঁর *What Happened in History* (1942) গ্রন্থে সুচিন্তিত মন্তব্য করেছেন—"অর্থনৈতিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিপ্লব বর্বরতার অচলাবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে মানুষকে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল হওয়ার পরিবর্তে প্রকৃতির সক্রিয় অংশীদার করে তুলেছিল।" (The escape from the impasse of savagery was an economic and scientific revolution that made the participants active partners with nature instead of parasites

on nature)। পুরাপ্রস্তর যুগের অন্তিম লগ্নে পুরুষরা যখন শিকার করত তখন মেয়েরা খাদ্যের জন্য বুনো ঘাসের বীজ সংগ্রহ করত। এই বুনো ঘাসের বীজ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এসেছিল গম ও যব। এরকম বীজ উপযুক্তভাবে বপন করে জমিকে আবাদি জমি করে তোলার জন্য সুচিন্তিতভাবে চূড়ান্ত পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল। খাদ্যের জোগান বৃদ্ধির জন্যই নব্যপ্রস্তর যুগে সাধারণ জমিকে আবাদি জমিতে পরিণত করার দরকার পড়েছিল। জমিকে আবাদি করার জন্য প্রয়োজন ছিল উৎকৃষ্ট মানের হাতিয়ার।

গর্ডন চাইল্ড তাঁর *Man Makes Himself* (1936) গ্রন্থে নব্যপ্রস্তর যুগে উৎকৃষ্ট হাতিয়ার নির্মাণ প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এই সময়ে পাথর দিয়ে পাথর ঘষে প্রস্তর নির্মিত হাতিয়ারকে আরও ধারালো ও মসৃণ করা হয়েছিল। নতুন ধরনের হাতিয়ার মানুষের বস্তুগত জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে এল। প্রস্তর নির্মিত ধারালো কুঠার দিয়ে গাছ কাটা ও বনজঙ্গল পরিষ্কার করা হত। মসৃণ ও ধারালো পাথর দিয়ে এক ধরনের আদিম নিড়ানি (Primitive hoe) তৈরি করা হয়েছিল। এই নিড়ানি দিয়ে মাটি নরম করে তাকে বীজ বপনের উপযুক্ত করা হল। তাছাড়া সেই সময় ধারালো অগ্রভাগ বিশিষ্ট বর্শা ও তির তৈরি হয়েছিল। শস্য গুঁড়ো করার জন্য হামান দিস্তার আবিষ্কারও এই যুগে। তাছাড়া এই যুগ মাটি পুড়িয়ে মৃৎশিল্পের সূচনারও সাক্ষী। গর্ডন চাইল্ড নব্যপ্রস্তর যুগের চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছিলেন—(ক) কৃষিকাজের সূচনা, (খ) পশুপালন, (গ) মৃৎশিল্পের সূচনা ও বিকাশ এবং (ঘ) শস্য পেষণের জন্য প্রস্তর নির্মিত মসৃণ হাতিয়ারের আবিষ্কার। বিগত ৫০-৬০ বছর ধরে এ বিষয়ে যা গবেষণা হয়েছে তা কতগুলি বৈশিষ্ট্যের সূচক। যেমন—এ সময়ে গৃহনির্মাণে স্থাপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, যা নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষের স্থিতিশীল জীবনের ইঙ্গিতবাহী। শস্য কাটা ও গুঁড়ো করার জন্য নির্মিত নিপুণ হাতিয়ার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের সাক্ষ্য বহন করে। মৃৎশিল্পের বিকাশ খাদ্যবস্তু সঞ্চয় ও রন্ধনের ইঙ্গিতবাহী। পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে সাম্প্রতিককালে জানা গেছে যে কেবল নিকট প্রাচ্যেই নয়, ইউরোপের কিছু অঞ্চলে, বিশেষত স্ক্যান্ডানেভীয়, দানিয়ুব, আয়ার্ল্যান্ড ইত্যাদি অঞ্চলেও মানুষ স্থিতিশীল ও শান্ত জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল।

নব্যপ্রস্তর যুগে কৃষির সূচনা, উৎকৃষ্ট হাতিয়ার নির্মাণ, বিভিন্ন জন্তুকে পোষ মানানো এবং মৃৎশিল্পের বিকাশ ইত্যাদি অবশ্যই সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ও প্রগতির ইঙ্গিতবাহী। এই তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের সূত্র ধরেই ভি. গর্ডন চাইল্ড তাঁর ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত *Man Makes Himself* গ্রন্থে 'নব্যপ্রস্তরীয় বিপ্লব' (Neolithic Revolution) কথাটি ব্যবহার করেছেন। নব্যপ্রস্তর যুগের বর্ণনা প্রসঙ্গে চাইল্ড

বলেছেন—প্রথম বিপ্লব যা মানুষের অর্থনীতি আমূল পালটে দিয়েছিল আর খাদ্যের জোগানের ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল (The first revolution that transformed human economy gave man control over his own food supply.) কৃষিকর্মের কৌশল রপ্ত করার ফলেই মানুষের জীবন যাত্রার ইতিহাস এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সাক্ষী হয়ে রইল। গর্ডন চাইল্ডের মতে—খাদ্য উৎপাদন—স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চাষ আবাদ, শস্য ফলানো, পশুদের পোষ মানানো ও প্রজননের বন্দোবস্ত এবং তাদের নির্বাচন—আগুনের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর মানব ইতিহাসে এটি ছিল শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক বিপ্লব (Food production–the deliberate cultivation of plants, especially cereals and the taming, breeding and selection of animals–an economic revolution, the greatest in human history after the mastery of fire.)

প্রকৃতপক্ষে শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে খাদ্য উৎপাদন ও গৃহপালিত পশুর ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি মানুষের সাংস্কৃতিক প্রগতির ক্ষেত্রে এক মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। কৃষিকাজে অভ্যস্ত হবার পর অধিকাংশ মানুষ তাদের ভ্রাম্যমাণ জীবন পরিত্যাগ করে একটি নির্দিষ্ট স্থানে শান্ত ও স্থিতিশীল জীবন (sedentary life) যাপন করতে শুরু করে। একই সঙ্গে শুরু হয়েছিল জনসংখ্যাবৃদ্ধির প্রক্রিয়া। এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে পরিবারের আয়তন বৃদ্ধি পেল, গ্রাম গড়ে উঠল, এবং বিশ্বের প্রায় সমস্ত অঞ্চলে কৃষির বিস্তার ঘটল। এই নতুন অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া ও পরিবর্তন সমাজে শ্রম বিভাজন ও সামাজিক বৈষম্যের জন্ম দিল। ব্যক্তির হাতে খাদ্যের উদ্‌বৃত্ত উৎপাদন সঞ্চিত হল এবং নগরভিত্তিক সভ্যতার উত্থানের পথ প্রশস্ত হল। এই পরিবর্তনগুলিকেই গর্ডন চাইল্ড 'বৈপ্লবিক' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে প্রাথমিক পর্বে বুনো ঘাসের বীজ সংগ্রহ করা হত (যে বীজ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে গম ও যব এসেছিল) এবং তারপর এই বীজ উপযুক্ত জমিতে বপন করে ও আগাছা নির্মূল করে জমিকে আবাদি জমিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সুচিন্তিত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। এই প্রক্রিয়াই ছিল নব্যপ্রস্তরীয় 'বিপ্লব'-এর প্রাথমিক পদক্ষেপ।

কিন্তু গর্ডন চাইল্ড-এর 'নব্যপ্রস্তরীয় বিপ্লব' সংক্রান্ত ধারণা কিছু কিছু ঐতিহাসিকের সমালোচনার শিকার। গ্লিন ড্যানিয়েল (Glyn Daniel) তাঁর The First *Civilisation : The Archaeology of Their Origin,* (1968) গ্রন্থে স্পষ্টই বলেছিলেন উপরোক্ত ঘটনাবলির মধ্যে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন চোখে পড়ে না ; বরং গোটা প্রক্রিয়াটাই ছিল মানব সমাজের বিবর্তনের পরিণতি। তাঁর মতে, মানবসমাজের সামান্য অগ্রগতি কখনোই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সমার্থক হয় না। বীজ সংগ্রহ থেকে বীজ বপন—সবকিছুই ছিল মানব সমাজের বিবর্তনের অঙ্গ। আর এক প্রাক-ইতিহাসবিদ

গ্রাহাম ক্লার্ক (Graham Clark) তাঁর *World Prehistory : In New Perspective,* (1977) গ্রন্থে 'নব্যপ্রস্তরীয় বিপ্লব' কথাটি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে পুরাপ্রস্তর যুগ ও নব্যপ্রস্তর যুগের মাঝখানে মধ্যপ্রস্তর যুগীয় সেতুর একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। পুরাপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর যুগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছিল মধ্যপ্রস্তর যুগ। ক্লার্ক আরও বলেছেন, যে প্রক্রিয়া মানুষ, পশু ও গাছপালার পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়ে একটি উন্নতমানের সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে কেবল নব্যপ্রস্তরীয় নয়, মধ্যপ্রস্তরীয় বেশ কিছু গোষ্ঠী যুক্ত ছিল। তাই ক্লার্ক নব্যপ্রস্তর যুগের পরিবর্তনের মধ্যে কোনো বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাননি।

নব্যপ্রস্তর যুগীয় বিপ্লব কথাটি গর্ডন চাইল্ড ব্যবহার করেছিলেন ১৯৩৬ সালে। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, বিপ্লব কথাটি বলতে তিনি অকস্মাৎ পরিবর্তন বোঝাননি। বরং তিনি বলতে চেয়েছেন নব্যপ্রস্তর যুগে বিভিন্ন গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক সংগঠনের ক্রমান্বয়ী পরিবর্তন চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। সুতরাং শিকার-সংগ্রহের যুগ থেকে খাদ্য উৎপাদনের যুগে উত্তরণ ছিল বিবর্তণের অনিবার্য পরিণতি, এটি কোনো বৈপ্লবিক ঘটনা নয়। তাছাড়া এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া দ্রুত ছিল না, এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এই পরিবর্তন একই রকম ছিল না। তবে 'নব্যপ্রস্তর যুগের বিপ্লব' কথাটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করতে গেলে 'বিপ্লব' কথাটির সংজ্ঞা নির্ণয় করা জরুরি।

সাধারণভাবে বিপ্লব কথাটির অর্থ—যখন অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সামান্য পরিমাণগত পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আসে। নব্যপ্রস্তর যুগের আগে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মানব সভ্যতার অগ্রগতি ঘটেছিল অত্যন্ত শ্লথ গতিতে। কিন্তু ৯০০০-৬০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে মানুষের কর্মকাণ্ড ও অগ্রগতি ছিল চমকপ্রদ ও যুগান্তকারী। তাছাড়া পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই যখন বিকল্প জীবন ধারণের উপায় হিসাবে কৃষির আগমন ঘটেছিল, তখন মানুষ আর শিকারি-সংগ্রাহক জীবনে ফিরে যায়নি। নব্যপ্রস্তর যুগের সংক্ষিপ্ত সময়কালে মানুষের সামাজিক জীবনে যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এসেছিল, তার নিরিখে এই যুগের বৈশিষ্ট্যগুলিকে 'বিপ্লব' হিসাবে আখ্যায়িত করা অসংগত হবে না।